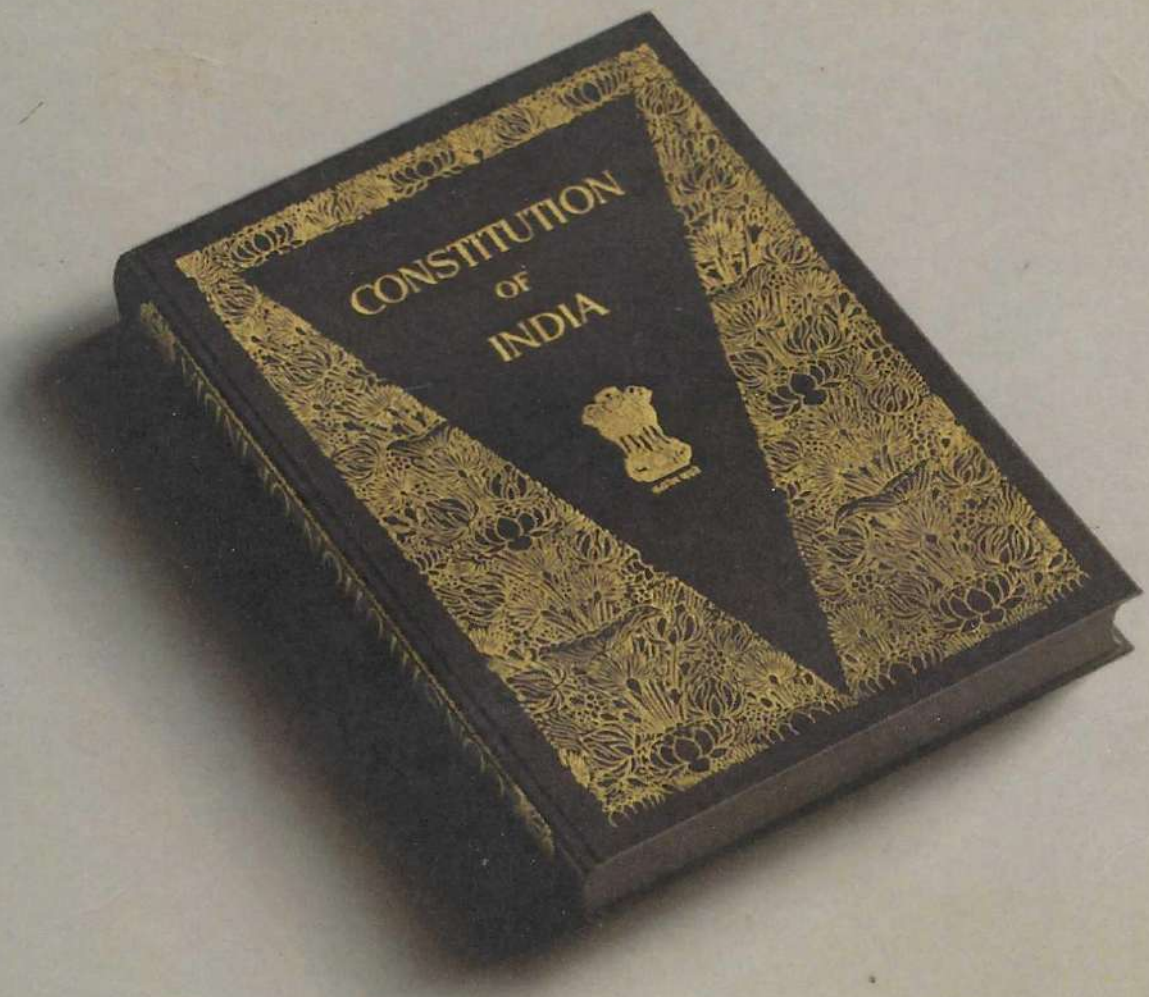

ভারতীয় সংসদ
প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন

সম্পাদনা
জয়প্রকাশ মণ্ডল

‘ভারতীয় সংসদ ঃ প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন’

জয়প্রকাশ মণ্ডল

এভেনেল প্রেস

Bharatiya Sansad: Prathistan O Prasasan - edited by Joyprokash Mondal

প্রথম সংস্করণ: ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ: মার্চ, ২০২২

© লেখক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোন পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন ডিস্ক, প্লেট পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-81-945482-3-2

এভেনেল প্রেসের পক্ষে মেমারী, বর্ধমান থেকে আরতি মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং শান্তি প্যাকার্স্, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত।

email : avenel.india@gmail.com, info@avenelpress.com

website : www.avenelpress.com

অক্ষর বিন্যাস: অ্যাডসোনাটা ৯৪৩৩৪৫২৭৭৮ / ৯৮৭৪৫২২৭৭৮

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

সূচীপত্র

৯ **ভূমিকা: ভারতীয় সংসদ – প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন**

জয়প্রকাশ মণ্ডল

১৬ **আইনসভার সদস্যদের ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার: সাংবিধানিক ধারা ও সংসদীয় রীতিনীতির প্রেক্ষিতে**

ভারতের আইনসভা, বিশেষাধিকারের উৎস, ব্যক্তিগত বিশেষাধিকার, সমষ্টিগত বিশেষাধিকার, অব্যহতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সাংসদের উন্নয়নমূলক ভূমিকা, নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভূমিকা, এলাকা উন্নয়নে সাংসদদের ভূমিকা, বিশেষাধিকারের ত্রুটি

শ্যামলী অধিকারী

৩৬ **বিল ও আইন: পার্লামেন্টীয় প্রক্রিয়া ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা**

বিভিন্ন ধরনের বিল, বিলের রূপ, সাধারণ বিল, রাজস্ব বিল, অর্থবিল, বিলপাশের পদ্ধতি, কমিটি পর্যায়, যৌথ অধিবেশন, বিলের তামাদি, অর্থবিল পাশের পদ্ধতি, স্ট্যান্ডিং কমিটির ভূমিকা, বিলের শ্রেণি বিভাগ, পার্লামেন্টীয় বিল ও সাংবিধানিক বিল, বিল ও আইনের পার্থক্য

হেমন্ত বিশ্বাস

৪৬ **সংসদীয় পরামর্শ ও ব্যবস্থাপনা: সংসদীয় রীতিতে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা**

সংসদীয় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জিরো আওয়ার, অনাস্থা প্রস্তাব ছাঁটাই প্রস্তাব, মুলতুবী প্রস্তাব

জয়প্রকাশ মণ্ডল

৫৮ **সংসদীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা**

পার্লামেন্ট, কমিটি ব্যবস্থা, কমিটির শ্রেণিবিভাগ, স্থায়ী কমিটি, স্থায়ী কমিটি গঠনের ইতিহাস, এস্টিমেট কমিটি, সরকারী গাণিতিক কমিটি, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কমিটি, বেতন ও ভাতা কমিটি, স্থায়ী কমিটির প্রয়োজনীয়তা

অনুপ মণ্ডল

৭১ **রাজ্য বিধানপরিষদ: যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জরুরী কিনা**

রাজ্যসংসদ ব্যবস্থা, বিধানপরিষদ গঠন, বিধান পরিষদের কার্যাবলী, বিধানসভা

ও বিধানপরিষদের সম্পর্ক, বিধানপরিষদের ত্রুটি, বিধানপরিষদের বিলোপসাধন, বিধানপরিষদের আবশ্যিকতা

শেফালী প্রামাণিক ও সুভাষ চন্দ্র মণ্ডল

৮০ **রাজ্য বিধায়কদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**

বিধানসভা নির্বাচন, বিধায়কের বেতন-ভাতা, বিধায়কদের ব্যক্তিগত অধিকার সমষ্ঠিগত অধিকার, বিধায়কের ক্ষমতা-কার্যাবলী, আইন প্রণয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, শাসন ও ক্ষমতা, নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা, জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধায়কের ভূমিকা, পার্টির ককাশ, বিরোধী দলনেতা, সরকারী কমিটির সদস্য

বিকাশ নস্কর

৯৫ **জেলাপরিষদের সভাধিপতি: নির্বাচন প্রক্রিয়া, ক্ষমতা ও কার্যাবলী**

স্বায়ত্তশাসন, স্বায়ত্তশাসনের উচ্চস্তর, জেলা পরিষদ, সভাধিপতি, সভাধিপতির কার্যাবলী, সভাধিপতির ভূমিকা

রাবেয়া খাতুন

১০৩ **মেয়র: নির্বাচন প্রক্রিয়া, ক্ষমতা ও কার্যাবলী**

৭৪ তম সংবিধান সংশোধন, মেয়র নির্বচন, অপসারণ পদ্ধতি, মেয়রের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সপরিষদ মেয়র, ডেপুটি মেয়র, টক-টু মেয়র, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রন

আব্দুল হামিদ লস্কর

১১৩ **ভারতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নমুনা: ক্ষেত্র পঞ্চায়েত ও পৌরসভা**

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্বায়ত্তশাসন, গ্রামপঞ্চায়েত ও জনসংযোগ, গ্রাম সংসদ, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম সভা, ওয়ার্ড কমিটি, বরো কমিটি, সাম্প্রতিক প্রবণতা

শ্যামলী অধিকারী

১৩৮ **গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামপ্রধান**

বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি, অশোক মেহতা কমিটি, ৭৩তম সংবিধান সংশোধন, গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ক্ষমতা-কার্যাবলী, গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, ন্যায় পঞ্চায়েত

মোসাদ্দিকা খাতুন

১৪৯ **গ্রন্থপঞ্জি**

১৫২ **বর্ণানুক্রমিক সূচী**

জেলা পরিষদের সভাধিপতি : নির্বাচন প্রক্রিয়া, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

রাবেয়া খাতুন

পশ্চিমবঙ্গ সুশাসনই কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না। এই চিরন্তন সত্যটি মানুষকে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার ইন্ধন জোগায়। স্থানীয় আধিকারিকদের দ্বারা যখন জেলা, শহর, গ্রাম প্রভৃতির মত ছোট ছোট অঞ্চলের শাসন কার্যাদি পরিচালিত হয়, তখন সেই ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থা বলা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তৃণমূল স্তরে মানুষের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

1947 সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় সরকার জনকল্যাণ সাধনের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তৃণমূল স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম দিকদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এরই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় সংবিধানের 40 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করবে। পরবর্তীকালে 1951 সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সময় গ্রামীণ স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার ফলে সরকার সমাজে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। 1957 সালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করেন, যার ফলস্বরূপ ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামীণ সমাজ জীবন কেবলমাত্র পুনর্জীবনই লাভ করবে না, একই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির সংস্কার সাধিত হবে। স্থানীয় স্তরের জনগণের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হবে। স্থানীয় জনগণ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নিম্নলিখিত রূপের মধ্যে দিয়ে।

পরবর্তীকালে 1992 সালে 73তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। যার মূল লক্ষ্য হল পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো। এর ফলে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হবে বলে আশা রাখা যায়।

পঞ্চায়েত আইন অনুসারে জেলা পরিষদ হল পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শেষ স্তর বা সর্বোচ্চ সংগঠন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ফাঁদি দেওয়া খড়িবাড়ি এবং শিলিগুড়ি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি দুটিকে নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ গঠিত হয়। এই মহকুমা পরিষদের কার্যাবলী ও গঠন জেলা পরিষদের ন্যায়।

স্বায়ত্তশাসন

রাজ্য সাধারণ প্রশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ হল এই জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন হল জেলার প্রশাসনিক ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসন হল জেলার কার্যক্ষেত্রিক প্রশাসন বা Field Administration. ভারতের জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা বা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকদেরই হাতে সৃষ্টি। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে ও প্রয়োগের বিষয়েও জেলা প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসনের প্রধান হল জেলা প্রশাসন বা স্বায়ত্তশাসন। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের চতুর্দশ অধ্যায়ে জেলাপরিষদ ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ স্বায়ত্তশাসনের একটি 'একক' হিসাবে কার্য সম্পাদন করবে।

জেলা পরিষদ নির্বাচন পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জেলা পরিষদ। নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জেলা পরিষদ নির্বাচন পদ্ধতি ও সভাধিপতি নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল। জেলা পরিষদের গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি বা পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয় -

প্রথমত, জেলার অধীনে যে সকল পঞ্চায়েত সমিতি আছে তার সভাপতিগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হন।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ব্লক থেকে বিধানসভার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য।

তৃতীয়ত, জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যবৃন্দ (মন্ত্রীবাদে)

চতুর্থত, জেলার মধ্যে ভোটদাতা হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলে রাজ্যসভার সদস্যগণ (মন্ত্রী বাদে)।

৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করা হয়। ওই সংশোধনী আইন অনুসারে জেলা পরিষদে তপশীলী জাতি এবং উপজাতির অন্য জেলায় জনসংখ্যার অনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকে। ওই সংরক্ষিত আসনের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ আসন তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই আইন অনুসারে জেলা পরিষদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ (তপশীলী জাতি ও উপজাতি মহিলাসহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। জেলা পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। কিন্তু কোনো সদস্য কার্যকাল পরিসমাপ্তির পূর্বে পদত্যাগ করলে বা পদচ্যুত হলে কিংবা, কোনো সদস্যের মৃত্যু ঘটলে ঐ পদ শূন্য হয়।

সভাধিপতি নির্বাচন

জেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পরে সদস্যরা প্রথমসভায় জেলা পরিষদের একজন সভাধিপতি এবং একজন সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্যরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বা প্রার্থী হতে পারেন না। লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভার সদস্যরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হতে পারেন না।

১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন অনুসারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তাঁদের লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হয় যে, তাঁর সর্বক্ষণের জন্য কাজ করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের কর্মস্থল থেকে ছুটি নেবেন। এছাড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির ওপরে ব্যাপক দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে। সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদে থাকাকালীন তারা কোনো লাভজনক সংস্থা, ব্যবসা, পেশায় নিযুক্ত থাকতে

পারবেন না। এই পদে পূর্ণ সময়ে কাজ করার জন্য তারা পারিশ্রমিকও পেয়ে থাকেন। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতিকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করার জন্য এই মর্মে কোনো প্রস্তাব জেলা পরিষদের বিশেষ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোটে গৃহীত হলে তাঁদের অপসারণ করা হলে পদশূন্য হয় ও মৃত্যু হলে আসন শূন্য হয়। সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি ছাড়া জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা বিধায়ক নির্বাচিত হলে দুটি পদই রাখতে পারে বর্তমান আইন অনুসারে।

১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইনের ১৬৫ নম্বর ধারায় সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের সংশোধনী আইন অনুসারে জেলা পরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধ আইন কার্যকর হয়েছে।

কার্যকালের মেয়াদ

জেলা পরিষদের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাধিপতি হিসাবে এবং অন্য একজনকে সহসভাধিপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে স্বপদে আসীন থাকাকালীন সময়ে তিনি অন্য কোনো লাভজনক পদ অথবা কোনো ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারবেন না।

পদত্যাগ

জেলাপরিষদের সভাধিপতি কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু তার পূর্বে পদত্যাগ করলে কিংবা পদচ্যুত হলে অথবা মৃত্যু ঘটলে তাঁর আসন শূন্য হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন 2010 অনুসারে কোনো জেলা পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে লিখিতভাবে তাঁর পদত্যাগের কারণ জানিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হয়। পদত্যাগপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাত দিনের মধ্যে সভাধিপতিকে সুনানির উদ্দেশ্যে ডাক পাঠান। সুনানির পর ওই পদত্যাগপত্রটি গৃহীত হলে সেই সময় থেকে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। পদত্যাগকারী সভাধিপতি তাঁর কাছে থাকা যাবতীয় দলিলপত্র রেজিস্টার সমূহ শিলমোহর ও তহবিল জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্থাৎ জেলাশাসক কিংবা তার দ্বারা ক্ষমতাবান অন্য কোনো আধিকারিক-এর কাছে ৫ দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেবেন। পদত্যাগ করার দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

অপসারণ

2010 সালে পশ্চিমবঙ্গ নতুন পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদদের সভাধিপতির অপসারণ পদ্ধতির পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে এই আইনানুসারে সভাধিপতিকে পদচ্যুত করতে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে অথবা সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে অথবা তাঁর অপসারণের লক্ষ্যে আহূত বিশেষ সভায় এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হলে সভাধিপতিকে পদচ্যুত করা যায়। সভাধিপতিকে অপসারণ করতে হলে জেলা পরিষদের মোট সদস্যের 1/3 অংশের স্বাক্ষর সমন্বিত লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন 2010 অনুসারে সভাধিপতির বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বাতিল হয়ে যায় অথবা ফোরামের অভাবে পূর্বোক্ত সভা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে পরবর্তী ১ বছরের মধ্যে সভাধিপতিকে পদচ্যুত করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না।

সভাধিপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইনের ১৬৫ নম্বর ধারায় সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী, কর্তব্য নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করেন-

(১) জেলা পরিষদের দলিলপত্র প্রস্তুত করা এবং রক্ষা করা।

(২) জেলা পরিষদের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর সাধারণ দায়িত্বে থাকেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন।

(৪) রাজ্য সরকার নিয়মাবলী প্রণয়নের মাধ্যমে যে সমস্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের কার্য সম্পাদন পালনের দায়িত্ব অর্পণ করবেন, সেগুলো জেলা সভাধিপতি সম্পাদন করবেন।

(৫) 1973 সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা তার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনো আদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সেই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন অথবা কর্তব্য পালন করবেন।

(৬) জেলা পরিষদ সাধারণ বা বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে যেসব কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেবে অথবা রাজ্য সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যেসব অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ, কর্মসম্পাদন বা কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পণ করবেন সেগুলি সম্পাদনা করবেন সভাধিপতি।

(৭) সভাধিপতির যেসব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব সহকারী সভাধিপতিকে অর্পণ করেন, সেই সব কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। তাছাড়া সভাধিপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব সহ সভাধিপতির।

জেলা পরিষদের সভাধিপতির ওপরে ব্যাপক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। যে সমস্ত কার্যাবলী সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতিকে অর্পণ করবেন সেই সব কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করা সহকারী সভাধিপতির কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। সভাধিপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করার দায়িত্ব পান।

৭৩তম পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তিনমাসে অন্তত একবার অধিবেশন আহ্বান করা বাধ্যতামূলক। জেলা পরিষদের মুলতুবি অধিবেশনের জন্য ফোরামের প্রয়োজন হয় না। পরিষদের কোনো অধিবেশনের জন পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ নিয়ে ফোরাম হয়ে থাকে। জেলা পরিষদের এক পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে কোনো অধিবেশন আহ্বানের জন্য দাবী জানালে সভাধিপতি কর্তৃপক্ষকে জানাবার পর পরিষদের সদস্যদের সাতদিনের নোটিশ জারি করে ঐ অধিবেশন আহ্বান করে থাকেন। জেলা পরিষদের সকল অধিবেশন ও আলাপ আলোচনা সভার জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং অপর কার্যনির্বাহী আধিকারিক অংশ নিয়ে থাকেন।

জেলা পরিষদের দৈনিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একজন কার্যনির্বাহী অধিকারিক থাকেন। আর এই কার্যনির্বাহী আধিকারিককে সাহায্য করার জন্য একজন অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিয়োগ হয় ও অতিরিক্ত জেলা শাসকের মর্যাদা ভোগ করেন। এছাড়া জেলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন একজন কর্মসচিব। কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক ছাড়াও কর্মসচিব থাকেন জেলা পরিষদে। জেলা পরিষদের কর্মচারীদের কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ করা কার্যনির্বাহী আধিকারিকের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

সভাধিপতির ভূমিকা

সমগ্র আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সভাধিপতির ভূমিকা। সভাধিপতি ভূমিকা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও কার্যাবলীগুলি সুন্দরভাবে পালন করে থাকে। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা, উপধারায় সভাধিপতির কার্যাবলী, ক্ষমতার সাথে ভূমিকা লক্ষ্যণীয় একটি বিষয়।

সভাধিপতি জেলা পরিষদের দলিলপত্র প্রস্তুত করা ও দলিলপত্রগুলি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সভাধিপতি জেলা পরিষদের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর সাধারণ দায়িত্বে থাকেন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া নানান কাজে সভাধিপতির ভূমিকা প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছেন। জেলা পরিষদের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন সভাধিপতি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা

ভারতের মত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে তৃণমূলস্তরে জনগণকে রাজনীতিমুখী এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণ করে তোলার এবং নাগরিক সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(i) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মধ্য দিয়ে যেমন সাধারণ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তেমনি নাগরিক সচেতনতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ফলে গণতন্ত্রের সাফল্যের পথ প্রসারিত হয়।

(ii) আধুনিক রাষ্ট্রের আকৃতি যেমন বৃহৎ তেমনি অনেক সমস্যা রয়েছে। কেবল কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জনগণ কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কোন কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন ও কীভাবে সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে সে বিষয়ে স্থানীয় জনগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ক্রমাগত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

(iii) মিতব্যয়িতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়েও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, গ্রামীন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেরাই ব্যয় করে। ফলে অর্থের অপচয় যাতে না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর হয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

(iv) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় জনগণের সদা সতর্ক দৃষ্টি, সুষ্ঠ, সাবলীল ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। কারণ এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণ ও প্রতিনিধিদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো বেশি ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। আর এই জন্যই জনগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকর্মকে প্রত্যক্ষ করে জনস্বার্থযুক্ত বা জনস্বার্থবিরোধী বা দুর্নীতিযুক্ত কী তা বিচার করতে পারে বা সমালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরে।

মূল্যায়ণ

ভারতের জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকদেরই সৃষ্টি। স্বাধীন ভারতের জেলা পরিশাসনের এক্তিয়ার ও গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগের বিষয়ও জেলা প্রশাসনে অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। ভারতে অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য প্রশাসনের ইউনিট হল জেলা। জেলা পরিষদের সভাধিপতির গুরুত্ব ও ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয় বিষয়। জেলা পরিষদের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সভাধিপতি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা', কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৮

২. ঘোষ, হিমাংশু, 'ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি', কলকাতা: মিত্রম, ২০১০

৩. চট্টোপাধ্যায়, সুজিত নারায়ণ, 'জনপ্রশাসন বুনিয়াদ', কলকাতা: প্রগ্রেসিভ, ২০০৫

৪. ঘোষ, সোমা, 'জনপ্রশাসন তত্ত্ব ও প্রয়োগ', কলকাতা: প্রগ্রেসিভ, ২০০৮

সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোতে ভারত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার গর্ভে বসে দেশ পরিচালনার কার্যক্রম অনুশীলন করে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্তর থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা লাগু হয়েছে। ফলে গ্রাম ও মফঃস্বলে পঞ্চায়েত, শহর ও শহরতলীতে পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভা ও কেন্দ্রের লোকসভা-রাজ্যসভায় রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিনিধিকে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসে ধরে রেখেছে। তাঁদের কার্যক্রম, ক্ষমতা, এক্তিয়ার, দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ সংবিধান মোতাবেক আইনগতভাবে প্রকাশ পায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করতে বর্তমান "ভারতীয় সংসদ : প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন" গ্রন্থটি প্রকাশ করার অভিলাষ উপ্ত হয়েছে। অধ্যাপক জয়প্রকাশ মণ্ডলের সম্পাদনায় ১০টি প্রবন্ধ নিয়ে গ্রন্থটি সূচিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবৃন্দের ক্ষমতা-কার্যাবলীকে তুলে ধরেছে। সাধারণত যে আলোচনা এতদিনের চিরাচরিত গ্রন্থগুলিতে সেভাবে চোখে পড়েনি, বলাবাহুল্য। তাই এক্ষেত্রে "ভারতীয় সংসদ : প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন" গ্রন্থটি সামান্য মৌলিকত্বের দাবি রাখতেই পারে।

জয়প্রকাশ মণ্ডল, এম.এ, এম.ফিল
বর্তমানে বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে, বিভাগীয় প্রধান রূপে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু সংখ্যক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন দু'টি গ্রন্থ : "ইতিহাসের রাজনীতি, রাজনীতির ইতিহাস" এবং "রাষ্ট্রতত্ত্বের সহজপাঠ : প্রসঙ্গ ও প্রবাহ"। এছাড়া, এককভাবে সম্পাদনা করেছেন "ভারতীয় রাজনীতির ত্রি-অভিমুখ" গ্রন্থটি।

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

ISBN 978-81-945482-3-2

9 788194 548232

₹ ২৫০

এভেনেল প্রেস